প্রশ্ন- ১২ ঃ ইবনে সামছ ১২ নং দাবী করেছে- *"মৃত ব্যক্তিদের কবরে ফুল দেওয়া শরিয়ত বিরোধী। কোন পীর দরবেশের মাযারে গিয়ে তার নিকট সম্মান বা টাকা পয়সা ভিক্ষা চাওয়া সুস্পষ্ট শিরক। সাওয়াবের নিয়তে কবরের চতুষ্পার্শে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ"*। প্রশ্ন হলো- প্রমাণবিহীন তার এই দাবীর পিছনে কোন সত্যতা আদৌ আছে কি না?

ফতোয়া ঃ তার দাবীতে সত্যতার লেশমাত্রও নেই। সে তিনটি বিষয়ে তিন রকমের মন্তব্য করেছে। ফুল দেওয়াকে বলেছে শরিয়ত বিরোধী, সম্মান ও টাকা ভিক্ষা চাওয়াকে বলেছে শিরক এবং কবরের চতুর্পার্শে তাওয়াফ করাকে বলেছে নিষিদ্ধ। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মূলতঃ তিনটি কাজই জায়েয।

১নং দলীল ঃ এবার আমরা তার প্রথম দাবী খন্ডন করবো ফতোয়ায়ে আলমগীরী দিয়ে। উক্ত ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

وَضْعُ الْوَرْدِ وَالرَّيَاحِيْنِ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ وَاِنْ تَصَدَّقَ بِقِيْمَةِ الْوَرْدِ كَانَ اَحْسَنَ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ –

অর্থাৎ– "যে কোন কবরের উপর গোলাপ ফুল অথবা অন্য যেকোন সুগন্ধি ফুল অর্পন করা উত্তম। আর যদি উক্ত ফুলের মূল্য সমপরিমান দান করা হয়, তাহলে আরো উত্তম। গারায়েব নামক গ্রন্থে এরূপই ফতোয়া দেয়া হয়েছে" (আলমগীরী)। সাধারণ কবরে যদি ফুল চড়ানো জায়েয এবং উত্তম হয়, তাহলে অলীগণের মাযারে নাজায়েয হবে কেন? বরং অধিক উত্তম হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

২নং দলীল ঃ তাহ্তাভী আলা মারাকিল ফালাহ্ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

قَدْاَفْتٰى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ بِاَنْ اُعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ بِهٰذَ الْحَدِيْثِ –

অর্থাৎ– "মোতাআখখিরীন মুজতাহিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, কবরে সুগন্ধ ফুল স্থাপন করা এবং খেজুরের ডাল স্থাপন করা সুন্নাত। একটি হাদীসই ইহার ভিত্তি"। হাদীসখানা মিশকাত শরীফে এভাবে উল্লেখ আছে- (লেখক)

www.sunnibarta.com

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ- اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّاالْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ- ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً وَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا-

অর্থাৎ- "একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাব রত দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে মন্তব্য করলেন- এদের দুজনের উপর আযাব হচ্ছে। তাদের আযাব হচ্ছে এমন দুটি কাজের জন্য- যা থেকে বেঁচে থাকা খুব কঠিন কাজ ছিলনা। একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের ছিটা ফোটা থেকে সতর্ক ছিলনা এবং অন্যজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে চোগলখুরী করে বেড়াতো। একথা বলেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে দু'ভাগ করে প্রত্যেকটি কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিয়ে বললেন- আশা করা যায়- যতক্ষন এই ডাল দু'টি তাজা থাকবে, ততক্ষণ তাদের কবরের আযাব লাঘব হবে"। (মিশকাত)

অত্র হাদীসে গাছের ডালের উল্লেখ থাকলেও অন্য যেকোন তাজা ফুল বা অন্য কোন তাজা বস্তু কবরে স্থাপন করলে ঐগুলির যিকিরের বরকতে কবরের আযাব হাল্কা হয়। সেজন্যই মুফতীগণ ফুলকে বেছে নিয়েছেন এজন্য যে, এতে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ওহাবী ও মৌদূদীবাদীরা একদিকে অলীগণের মাযারে ফুল দেয়াকে শরিয়ত বিরোধী বলে- অন্যদিকে তাদের মন্ত্রী ২০০৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সাভার স্মৃতি সৌধের পাথরে ফুলের মালা অপর্ণ করে এবং হিন্দুস্তানের দেওবন্দীরা মিঃ গান্ধীর স্মৃতিসৌধে ফুলের তোড়া অর্পণ করে। তাদের এই দ্বিমূখী নীতি খুবই হাস্যকর ব্যাপার।

www.sunnibarta.com

তার দ্বিতীয় উক্তিঃ সাহায্য চাওয়া

এবার আসুন- মাযারে গিয়ে টাকা বা সম্মান চাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করি। কোন মাযারে গিয়ে টাকা চাওয়া বা সম্মান চাওয়া যায়েয- যদি তাঁকে উছিলা মনে করে চাওয়া হয়।

১নং প্রমাণ ঃ ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেন-

مَنْ يُّسْتَمَدُّ بِهٖ فِيْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بِهٖ بَعْدَ وَفَاتِهٖ –

অর্থাৎ– "যাঁদের কাছে তাঁদের জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়- তাঁদের কাছে ইনতিকালের পরেও সাহায্য চাওয়া যায়েয"। মাসআলার মূলনীতি হলো এই- "কাউকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে সাহায্য চাওয়া নাজায়েয- তবে খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাঁরা রুহানীভাবে সাহায্য করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা জায়েয"।

২নং প্রমাণ ঃ তাফসীরে কবীর সূরা ইউসুফের فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِيْ دَفْعِ الضَّرَرِ وَالظُّلْمِ جَائِزَةٌ –

অর্থাৎ– "কারও যুলুম এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়েয"।

৩নং প্রমাণ ঃ মিশকাত শরীফ "বাবু যিয়ারাতিল ক্বুবুর" অধ্যায়ের হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوِالْاَنْبِيَاءِ فَقَدْ اَنْكَرَهُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَاَثْبَتَهُ الْمَشَايِخُ الصُّوْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ– قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَبْرُ مُوْسَى الْكَاظِمِ تِرْيَاقٌ مُّجَرَّبٌ لِّاِجَابَةِ الدُّعَاءِ– وَقَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَنْ يُّسْتَمَدُّ بِهٖ فِيْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بِهٖ بَعْدَ وَفَاتِهٖ –

অর্থাৎ– "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা পূর্ববর্তী

www.sunnibarta.com

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ব্যতিত অন্যান্য কবরবাসীদের নিকট (অলী) রূহানী সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে অনেক ফকিহ্‌গণই নিষেধ করেছেন। কিন্তু সুফী মাশায়েখগণ এবং কোন কোন ফকিহ্‌গণ একে বৈধও বলেছেন। ফকিহ্ এবং সুফী সাধকগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন- "হযরত মূছা কাযেম (রাঃ)-এর মাযার শরীফ (বাগদাদ) হচ্ছে দোয়া কবুলিয়াতের ক্ষেত্রে জহর মোহরার ন্যায় কার্যকর"। অন্য সুফী সাধক ও ফকিহ্ ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেছেন- "জীবদ্ধশায় যাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়- মৃত্যুর পরও তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয"। ইহাকে আরবীতে ইস্তিগাছা বলে। ইহা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। (তাফসীরে কবীর ১২ পারা)

ইবনে সামছ অন্যের বেলায় অলীগণের মাযারে কিছু টাকা বা সম্মান চাওয়াকে হারাম বললেও নিজেরা কিন্তু ধনীদের ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা বা গরুর চামড়া চান ঠিকই। সে সময় নাজায়েযের কথা বেমালুম ভুলে যান।

তার তৃতীয় উক্তি ঃ মাযার তাওয়াফ প্রসঙ্গ

ইবনে সামছের তৃতীয় দাবী "সাওয়াবের নিয়তে" কবরের চতুস্পার্শে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তার জবাবে বলা যায়-

প্রথম দলীল ঃ স্বয়ং আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব কবরের চতুর্দিকে "নিছবতের তাওয়াফ" করাকে জায়েয বলেছেন। হিফযুল ঈমান ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় থানবী সাহেব বলেন- "কবরের চতুষ্পার্শে তাওয়াফ হচ্ছে শাব্দিক অর্থে। অর্থাৎ– নিছবতের বা রূহানী সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কবরের চারপাশে যে চক্কর দেওয়া হয়- উহা মক্কা শরীফের তাওয়াফের মত শরয়ী তাওয়াফ নয়। কাজেই ইহা জায়েয"। ইবনে সামছ হিফযুল ঈমানের মত একটি ছোট পুস্তিকার খবরও রাখেন না। বড়ই আশ্চর্য লাগে। সাওয়াবের নিয়ত সে কোথায় পেলো? কবর তাওয়াফ করা হয় নিছবত কায়েম করার জন্য- সাওযাবের নিয়তে নয়।

দ্বিতীয় দলীল ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা আবদুল্লাহ্ এক ইহুদীর কাছে কিছু ঋণ রেখে ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমি ইহুদীকে খেজুর দিয়ে দেনা পরিশোধ করতে চাইলে সে খেজুর নিতে অস্বীকার করে। অতঃপর রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু

www.sunnibarta.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীকে ডেকে রাজী করালেন এবং হযরত জাবের (রাঃ)-কে বললেন- "আমি আসার পর তুমি খেজুর মাপতে শুরু করবে। একথা বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের স্তুপের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তিনবার স্তুপের চারদিকে তাওয়াফ করলেন"। এর বরকতে ইহুদীর দেনা পরিশোধ করেও অনেক খেজুর রয়ে গেলো।

এবার ইবনে সামছ বলুন! খেজুরের স্তুপের চতুর্দিকে হুযুরের তাওয়াফ করা কি শির্ক ছিল? নাউযুবিল্লাহ্!